ভাষা ও বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

ভাষার সংজ্ঞা

বাগযন্ত্র দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে।

ভাষার রূপ

বাংলা ভাষার দুটি রূপ দেখা যায়। যথা-

১. মৌখিক রূপ

২. লৈখিক বা লেখ্য রূপ

মৌখিক রূপ

বাংলা ভাষার মৌখিক রূপের একাধিক রীতি রয়েছে। যথা-

১. চলিত কথ্য রীতি

২. আঞ্চলিক কথ্য রীতি

লৈখিক রূপ

বাংলা ভাষার লৈখিক রূপের একাধিক রীতি আছে। যথা-

১. চলিত রীতি

২. সাধু রীতি

সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য

- বাংলা লেখ্য সাধু রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট।
- এ রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।
- সাধু রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।
- এ রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠনপদ্ধতি মেনে চলে।

সাধু রীতির উদাহরণ

- মস্তক, চলিতেছে, করিবার, পড়িল ইত্যাদি।
- রহিম **আসিয়া** হাজির **হইল**।

চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য

- চলিত রীতি পরিবর্তনশীল।
- এ রীতি তদ্ভব শব্দবহুল।
- এ রীতি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য।
- চলিত রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সহজতর রূপ ব্যবহার করা হয়।

চলিত রীতির উদাহরণ

- মাথা, জুতো, তুলো, করার, পেয়েছিলেন, পড়ল ইত্যাদি।
- রহিম **এসে** হাজির **হল**।

আঞ্চলিক কথ্য রীতি

বাংলা ভাষায় আঞ্চলিক কথ্য রীতির অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়।

বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার

বাংলা ভাষায় যে শব্দসম্ভারের সমাবেশ হয়েছে, সেগুলোকে পণ্ডিতগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-

১. তৎসম শব্দ

২. তদ্ভব শব্দ

৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ

৪. দেশি শব্দ

৫. বিদেশি শব্দ

তৎসম শব্দ

যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, তাদের বলা হয় **তৎসম শব্দ।**

যেমন- **চন্দ্র, নক্ষত্র, মনুষ্য** ইত্যাদি

তদ্ভব শব্দ

যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় **তদ্ভব শব্দ।**

যেমন- **হাত, চামার** ইত্যাদি।

অর্ধ-তৎসম শব্দ

বাংলা ভাষায় যেসব সংস্কৃত শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় অর্ধ-তৎসম শব্দ।

যেমন- **গিন্নী, ছেরাদ্দ** ইত্যাদি

দেশি শব্দ

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন: কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত রয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

যেমন- **কুলা, চোঙ্গা, টোপর** ইত্যাদি

বিদেশি শব্দ

- রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে বলা হয় **বিদেশি শব্দ।**

যেমন- **ওজু, নামাজ, ইউনিয়ন** ইত্যাদি

- বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি, এবং ইংরেজি শব্দই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পর্তুগিজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, তুর্কি- এসব ভাষারও কিছু শব্দ একইভাবে বাংলায় এসে গেছে।

আরবি শব্দ

বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ** ইসলাম, ঈমান, কোরবানি ইত্যাদি

২. **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ** আদালত, আলেম, ইনসান ইত্যাদি

ফারসি শব্দ

বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন-

১. **ধর্মসংক্রান্ত শব্দ** খোদা, গুনাহ, দোজখ ইত্যাদি

২. **প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ** কারখানা, চশমা, জবানবন্দি ইত্যাদি

৩. **বিবিধ শব্দ** আদমি, আমদানি, জানোয়ার ইত্যাদি

ইংরেজি শব্দ

ইংরেজি শব্দ দুই প্রকার এর পাওয়া যায়-

১. **অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে** ইউনিভার্সিটি, কলেজ, টিন ইত্যাদি।

২. **পরিবর্তিত উচ্চারণে** আফিম (Opium), অফিস (Office), বাক্স (Box) ইত্যাদি।

অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার

১. পর্তুগিজ আনারস, আলপিন, আলমারি ইত্যাদি

২. ওলন্দাজ ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ ইত্যাদি

৩. ফরাসি কার্তুজ, কুপন ইত্যাদি

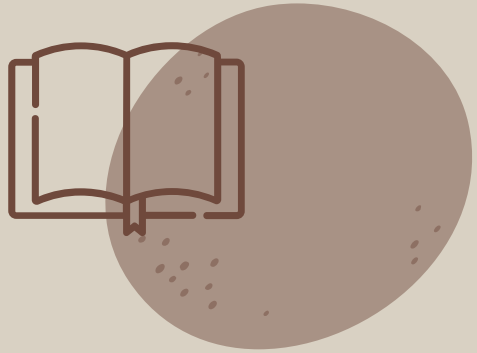

অন্যান্য ভাষার

গুজরাটি: খদ্দর, হরতাল

পাঞ্জাবি: চাহিদা, শিখ

তুর্কি: চাকর, চাকু

মায়ানমার: ফুঙ্গি, লুঙ্গি

চিনা: চা, চিনি

জাপানি: রিক্সা, হারিকিরি

মিশ্র শব্দ

কোন কোন সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে।

যেমন- **রাজা-বাদশা (তৎসম+ ফারসি),**
হাট-বাজার (বাংলা+ফারসি) ইত্যাদি।

পারিভাষিক শব্দ

বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে।

যেমন- **অম্লজান** **Oxygen**

উদযান **Hydrogen**

নথি **File**

অনুশীলন করে দেখি

বর্তমানে পৃথিবীতে কত কোটি লোকের মাতৃভাষা বাংলা?

(ক) বিশ কোটি

(খ) পঁচিশ কোটি

(গ) ত্রিশ কোটি

(ঘ) পঁয়ত্রিশ কোটি

অনুশীলন করে দেখি

নিচের কোনটি সাধু রীতির শব্দ?

(ক) বন্য

(খ) মাথা

(গ) সঙ্গে

(ঘ) জুতো

অনুশীলন করে দেখি

নিচের কোনটি চলিত রীতির শব্দ?

(ক) তুলা
(খ) পূর্বেই
(গ) তাহার
(ঘ) দেননি

অনুশীলন করে দেখি

নিচের কোনটি অর্ধ-তৎসম শব্দ?

(ক) সূর্য

(খ) চর্মকার

(গ) গৃহিণী

(ঘ) ডাগর

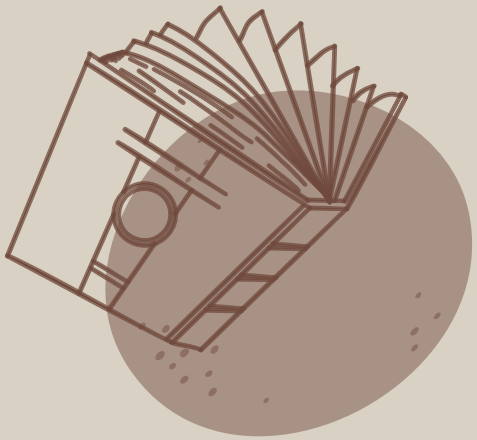

অনুশীলন করে দেখি

কোনটি পর্তুগিজ শব্দ?

(ক) কার্তুজ

(খ) গুদাম

(গ) রুইতন

(ঘ) চৌহদ্দি

বাংলা ব্যাকরণ ও এর আলোচ্য বিষয়

ব্যাকরণ (**= বি+আ+√কৃ+অন**) শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ।

সংজ্ঞা- যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয় তাকে ব্যাকরণ বলা হয়।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

১. ব্যাকরণ পাঠ করে ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায় ও সেসবের সুষ্ঠু ব্যবহারবিধি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

২. লেখায় ও কথায় ভাষা প্রয়োগের সময় ভাষার শুদ্ধ অশুদ্ধ নির্ধারণ সহজ হয়।

বাংলা ব্যাকরণ

যে শাস্ত্রে বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপাদানের গঠন প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষিত হয় এবং এদের সম্পর্ক ও সুষ্ঠু প্রয়োবিধি আলোচিত হয়, তাই বাংলা ব্যাকরণ।

বাংলা ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয়

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে।

১

ধ্বনি

(Sound)

২

শব্দ

(Word)

৩

বাক্য

(Sentence)

৪

অর্থ

(Meaning)

বাংলা ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয়

অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষার ব্যাকরণেও প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়-

১

ধ্বনিতত্ত্ব
(Phonology)

২

শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব
(Morphology)

৩

বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম
(Syntax)

৪

অর্থতত্ত্ব
(Semantics)

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

ধ্বনির উচ্চারণপ্রণালি, উচ্চারণের স্থান, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনিসংযোগ বা সন্ধি, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

ধ্বনি মানুষের বাক প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কন্ঠনালী, মুখবিবর, জিহ্বা, আল-জিহ্বা, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত,মাড়ি, চোয়াল, ঠোঁট ইত্যাদির সাথে উচ্চারিত আওয়াজকে **ধ্বনি** বলা হয়। বাক প্রত্যঙ্গজাত ধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক বা একক অংশকে **ধ্বনিমূল** বলা হয়।

বর্ণ বাক প্রত্যঙ্গজাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এককের জন্য প্রত্যেক ভাষায়ই লেখার সময় এক একটি প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, একে বলা হয় বর্ণ। যেমন- বাংলা ভাষায় ক, ইংরেজিতে G ইত্যাদি।

রূপতত্ত্ব (Morphology)

এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়, শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয় **রূপ।** রূপ গঠন করে **শব্দ।** সেজন্য **শব্দতত্ত্বকে রূপতত্ত্ব** বলা হয়।

বাক্যতত্ত্ব
(Syntax)

- মানুষের বাকপ্রত্যঙ্গজাত ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত শব্দসহযোগে সৃষ্ট অর্থবোধক বাক প্রবাহের বিশেষ বিশেষ অংশকে বলা হয় বাক্য।

- বাক্যের সঠিক গঠনপ্রণালি, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন, এদের সার্থক ব্যবহারযোগ্যতা, বাক্যমধ্যে পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

অর্থতত্ত্ব (Semantics)

শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ, যেমন- মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ ইত্যাদি অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

পারিভাষিক শব্দ

বাংলা ব্যাকরণের আলোচনার জন্য পণ্ডিতেরা কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন-

১	২	৩	৪
প্রাতিপদিক	সাধিত শব্দ	উপসর্গ	অনুসর্গ

প্রাতিপদিক

- বিভক্তিহীন নামশব্দকে প্রাতিপদিক বলে।

যেমন- **হাত, বই, কলম** ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ

মৌলিক শব্দ ব্যতীত অন্য সব শব্দকেই সাধিত শব্দ বলে।

যথা- **হাতা, গরমিল** ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ **দুই** প্রকার-
১. নাম শব্দ
২. ক্রিয়া

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

প্রত্যেক নামশব্দ ও ক্রিয়ার দুটি অংশ থাকে-

১. প্রকৃতি যে শব্দকে বা কোন শব্দের যে অংশকে আর কোন ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না তাকে প্রকৃতি বলে।

যেমন- **হাতল= হাত+ল,** এখানে **হাত** হল **প্রকৃতি।**

২. প্রত্যয় শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে নাম প্রকৃতি এবং ক্রিয়া প্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় তাকে প্রত্যয় বলে।

যেমন- **হাতল= হাত+ল**, এখানে **ল** হলো **প্রত্যয়।**

প্রকৃতির প্রকারভেদ

প্রকৃতি দুই প্রকার-

১. **নাম প্রকৃতি** হাতল, ফুলেল এ শব্দগুলো বিশ্লেষণ করে পাই হাত+ল, ফুল+এল। এখানে **হাত, ফুল** শব্দগুলো হলো মূল অংশ যাকে বলে **নাম প্রকৃতি।**

২. **ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু** চলন্ত, জমা শব্দগুলো বিশ্লেষণ করে পাই √চল্+ অন্ত= চলন্ত, √জম্+আ= জমা। এখানে **চল্, জম্** ক্রিয়ামূল বা ক্রিয়ার মূল অংশ যাকে বলা হয় **ক্রিয়া প্রকৃতি** বা **ধাতু।**

প্রত্যয়ের প্রকারভেদ

বাংলা শব্দ গঠনে দুই প্রকার প্রত্যয় পাওয়া যায়-

১. তদ্ধিত প্রত্যয় শব্দমূল বা নাম প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়।

যেমন- হাতল, ফুলেল শব্দের যথাক্রমে **ল, এল তদ্ধিত প্রত্যয়।**

২. কৃৎ প্রত্যয় ধাতু বা ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে যে প্রত্যয় তা হলো কৃৎ প্রত্যয়।

যেমন- চলন্ত, জমা এর যথাক্রমে **অন্ত, আ কৃৎ প্রত্যয়।**

উপসর্গ

শব্দ বা ধাতুর পূর্বে সুনির্দিষ্ট অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয়ে সাধিত শব্দের অর্থ পরিবর্তন, সম্প্রসারণ, ও সংকোচন ঘটিয়ে থাকে।

এগুলোকে বলা হয় উপসর্গ।

যেমন- **পরা, প্র, উপ** ইত্যাদি।

উপসর্গের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় তিন প্রকারের উপসর্গ দেখা যায়-

১. সংস্কৃত উপসর্গ প্র, পরা, অপ এরূপ বিশটি তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ আছে।

তৎসম উপসর্গ তৎসম শব্দ বা ধাতুর পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

যেমন- **পরি+পূর্ণ= পরিপূর্ণ,** এখানে **'পরি' উপসর্গ।**

২. বাংলা উপসর্গ অ, অজ, অনা ইত্যাদি অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ বাংলা উপসর্গ।

খাঁটি বাংলা শব্দের আগে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

যেমন- **অ+কাজ= অকাজ,** এখানে **অ উপসর্গ।**

৩. বিদেশি উপসর্গ বিদেশি উপসর্গ বিদেশি শব্দের সাথেই ব্যবহৃত হয়।

যেমন- **বে+হেড= বেহেড,** এখানে **বে উপসর্গ।**

অনুসর্গ

বাংলা ভাষায় যেসব শব্দ কখনো অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে পদরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো কখনো শব্দবিভক্তির ন্যায় অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থবৈচিত্র্য ঘটিয়ে থাকে, তাদের **অনুসর্গ** বলা হয়।

যেমন- **দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক** ইত্যাদি

অনুশীলন করে দেখি

কোনটি নাম প্রকৃতি?

(ক) মুখ
(খ) জম্
(গ) লিখ্
(ঘ) চল্

অনুশীলন করে দেখি

কোনটি বাংলা উপসর্গ?

(ক) অপ

(খ) লা

(গ) আব

(ঘ) পরি

অনুশীলন করে দেখি

কোনটি অনুসর্গ?

(ক) পরা
(খ) অনা
(গ) গর
(ঘ) প্রতি

অনুশীলন করে দেখি

কোনটি সাধিত শব্দ?

(ক) দম্পতি

(খ) হাত

(গ) বই

(ঘ) কলম

ধন্যবাদ